দৈনিক ইনকিলাব

17

তারিখ 26 JUN 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

১১ই আষাঢ় ১৩৯৪ সং

বি এম এ ঃ একটি ব্যতিক্রমধর্মী প্রতিষ্ঠান

— পর্যবেক্ষক

বাংলাদেশ মিলিটারী একাডেমী (বিএমএ) আমাদের দেশে সামরিক শিক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। এটাই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যেখানে যুগ যুগ ধরে প্রশংসিত ও নন্দিত সামরিক পেশায় নিযুক্তির জন্য তৈরী হচ্ছে অফিসারবৃন্দ।

এই একাডেমী ১৯৭৪ সনের ১১ জানুয়ারী কুমিল্লা সেনানিবাসে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে ১৯৭৬ সনের ১৯ মার্চ বর্তমান অবস্থান ভাটিয়ারীতে এটি স্থানান্তরিত হয়। "চির উন্নত মম শির" কথাটি এর আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ মিলিটারী একাডেমী একটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। এখানে জেন্টেলম্যান ক্যাডেটদের কমিশন পূর্ব প্রশিক্ষণ দিয়ে সামরিক পেশায় নেতৃত্বদানের উপযুক্ত করে গড়ে তোলা হয়। তরুণ ক্যাডেটদের সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে এখানে যে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় তা অত্যন্ত কঠোর ও কষ্টসাধ্য। এই প্রশিক্ষণ তিন ধরনের— মৌলিক সামরিক প্রশিক্ষণ, শিক্ষামূলক প্রশিক্ষণ ও চারিত্রিক গুণাবলীর বিকাশ সাধন।

সামরিক প্রশিক্ষণে রয়েছে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রক্রিয়ার এক উল্লেখযোগ্য অংশ। তাই এর পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে শরীরচর্চাসহ যুদ্ধ এবং যুদ্ধবিদ্যা সম্পর্কিত মৌলিক জ্ঞান। বাংলাদেশ মিলিটারী একাডেমীতে তত্ত্বীয় জ্ঞানকে বাস্তব কাজে রূপদানের মাধ্যমে উভয়ের সমন্বয় সাধন করা হয়, যা সাধারণতঃ কোন বেসামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে করা হয় না। তাই শ্রেণীকক্ষে লেকচার, কেন্দ্রীয় আলোচনা, টিউটোরিয়াল আলোচনা, নমুনা আলোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে জেন্টেলম্যান ক্যাডেটদের যা কিছুই শিখানো হয় তা সবই হয় বাস্তবক্ষেত্রে এবং হাতে কলমে। ফলে সামরিক পোষাকধারী বা উর্দিপরিহিত ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের মধ্যে তত্ত্বীয় এবং বাস্তব জ্ঞানের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব বা জটিলতার সৃষ্টি হয় না বরং তারা তত্ত্বীয় জ্ঞানকে কিভাবে বাস্তবে রূপদান করা হয় তা প্রত্যক্ষ করতে পারে। এর ফলে তারা নিত্যনতুন জ্ঞান আহরণে আগ্রহী এবং অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠে।

শ্রেণীকক্ষে জেন্টেলম্যান ক্যাডেটগণ যে জ্ঞান অর্জন করেন তার বাস্তবায়ন ও প্রতিফলন ঘটে বহিরাঙ্গন কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে। এতে তারা আত্মবিশ্বাস, আত্মমূল্যায়ন এবং অর্জিত জ্ঞানের সঠিক প্রয়োগের সুযোগ পায়। সাফল্যজনকভাবে প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর জেন্টেলম্যান ক্যাডেটগণ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর গর্বিত সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন; সেনাবাহিনীকে গ্রহণ করেন জীবনের পেশা হিসেবে, লাভ করেন প্রথম শ্রেণীর সরকারী চাকুরের মর্যাদা ও জীবীকা নির্বাহের নিশ্চয়তা এবং এভাবেই তারা অর্জন করেন প্রশিক্ষণকালে ব্যয়িত শ্রমের সঠিক পুরস্কার বা মূল্য।

অপরদিকে সমগ্র প্রকিরয়ায় শিক্ষাগত প্রশিক্ষণ এক বিরাট ভূমিকা পালন করে। তরুণ ক্যাডেটদের মধ্যে জ্ঞানের উৎসমূলের বুনিয়াদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে তাদেরকে জ্ঞানের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া হয়। এই পদ্ধতির কাঙ্ক্ষিত ফল লাভের উদ্দেশ্যে বি এম এ জেন্টেলম্যান ক্যাডেটদেরকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলা বা বিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রি লাভের সুযোগ করে দিয়ে থাকে। পেশাগত জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি তাঁরা কলা অথবা বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মেধার ভিত্তিতে অধিকাংশ ক্যাডেটই লাভ করে থাকে স্নাতক ডিগ্রি।

বিদ্যানুরাগ একদিকে যেমন মনের দিগন্ত প্রসারিত করে, অজানাকে জানার প্রতি তীব্র আগ্রহ সৃষ্টি করে, কল্পনাশক্তির ধরণ পাল্টে দেয় তেমনি ইহা নবীন ক্যাডেটদের হৃদয়ের সুপ্ত মানবিক গুণাবলীকে বিকশিত করে। এভাবেই একজন ক্যাডেট দু'টি মূল্যবান রত্নে ভূষিত হন যা তাঁর জীবন ভাণ্ডারের গর্ব হিসেবে দ্যুতি ছড়ায়। বস্তুতঃ এই দুর্লভ প্রাপ্তির যোগান কেবল বি এম এ-ই দিতে পারে।

ক্যাডেটদের চারিত্রিক বৈশিষ্টসমূহের বিকাশ ঘটানো হয় সামগ্রিকভাবে প্রশিক্ষণের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন আলোচনা ও তার ব্যবহারিক প্রয়োগের মাধ্যমে। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ তুলে ধরার জন্য সামরিক প্রশিক্ষণ বা শিক্ষাগত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই সর্বদা প্রতিফলিত হয় বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মধ্যদিয়ে। চরিত্রই যেহেতু মানবাত্মার প্রধান পরিচয়, সেহেতু বি এম এ'র প্রশিক্ষণে এ বিষয়টির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। প্রশিক্ষণকালটাই মূলতঃ এমন একটা ক্ষেত্র/সময় যেখানে একজন ক্যাডেট তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটাতে পারে। পরামর্শ, পথনির্দেশনা ও উপদেশ প্রদান এবং সমস্যা সমাধানের নিরপেক্ষ প্রয়াস একজন ক্যাডেটকে তাঁর চারিত্রিক গুণাবলী বিকশিত করায় সহায়তা করে।

দৈনন্দিন রুটিন জীবনের পাশাপাশি রয়েছে মুক্তাঙ্গন প্রশিক্ষণ (আউট ডোর একসারসাইজ), খেলাধুলা প্রতিযোগিতা, সংস্কৃতি চর্চা ইত্যাদি। পুরো সময়ের প্রায় এক চতুর্থাংশ সময় তাঁকে খরতাপ আর ঝড় বৃষ্টি উপেক্ষা করে পেশাগত ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করতে হয় খোলা মাঠে, বনেজঙ্গলে অথবা পাহাড়ে। কষ্ট

২ এর পাতায় দেখুন

ব্যতিক্রমধর্মী প্রতিষ্ঠান

৫-এর পৃষ্ঠার পর

হলেও এই মুক্তাঙ্গন প্রশিক্ষণে ক্যাডেটরা দেশের মাটি আর মানুষের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পায় সম্পূর্ণ এক ভিন্ন আংগিকে।

তরুণ ক্যাডেট যারা ভবিষ্যৎ জীবন গঠনের লক্ষ্যে সামরিক জীবনকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে চায় বি এম এ তাদেরকে সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদানে অঙ্গীকারাবদ্ধ হলেও সম্প্রতি এই একাডেমী আরো কিছু দায়িত্ব গ্রহণ করছে। জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতীয় প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রেখে একাডেমী যৌথ বাহিনীর ক্যাডেটদের প্রশিক্ষণদান ছাড়াও বেসামরিক সরকারী প্রশিক্ষণার্থী অফিসারদের সশস্ত্র বাহিনী সম্পর্কে সাধারণ ধারণা প্রদানের দায়িত্ব পালন করে থাকে।

বাংলাদেশ সামরিক একাডেমী দেশের এ জাতীয় একমাত্র প্রতিষ্ঠান হওয়ায় আমাদের মত একটি উন্নয়নশীল জাতির বিশেষ করে প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে সকল আশা আকাঙ্খা নিষ্ঠার সাথে পূরণ করে যাচ্ছে। আমাদের জাতীয় সেনাবাহিনীর জন্য বি এম এ'র মত জাতীয় প্রতিষ্ঠানের অবদান নিঃসন্দেহে বিরাট ও বিপুল। তাই, যে প্রতিষ্ঠান সামরিক নেতৃত্ব সৃষ্টির পবিত্র জাতীয় দায়িত্ব পালন করছে তা পবিত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে এক ও অবিচ্ছেদ্য। আমাদের জাতিসত্তার সাথে বি এম এ'র বৈশিষ্ট্য আজ একাকার এবং এটাই বি এম এ-কে করেছে একটি ব্যতিক্রমধর্মী প্রতিষ্ঠান।